দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 NOV 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

40

শিক্ষকশূন্য কলেজ

দেশের বিভিন্নস্থানের স্কুল কলেজ থেকে নানা রকম সমস্যার খবর পাওয়া যায়। শিক্ষক সম্পর্কিত সমস্যা তার একটি। কিন্তু এ ব্যাপারে সম্ভবত ঝিনাইদহের সরকারী কে সি কলেজ রেকর্ড করেছে। ওই কলেজের ২৮ জন শিক্ষকের পদই শূন্য রয়েছে বলে পত্রিকান্তরে খবর প্রকাশিত হয়েছে। বলা যায়, ঝিনাইদহ কেসি কলেজ এখন প্রায় শিক্ষক শূন্য।

মফস্বল শহরের কোন কলেজে ২৮ জন শিক্ষকের পদ শূন্য হলে আর কয়জন শিক্ষক সেখানে ক্লাশ নেবার দায়িত্বে আছেন, সে প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উঠতে পারে। শিক্ষকই যদি না থাকে তাহলে কলেজে শিক্ষাদান প্রক্রিয়াই বা চলছে কিভাবে? এ কথা ঠিক যে শিক্ষক না থাকলেও ছাত্র-ছাত্রীরা এ রকম কলেজে ভর্তি হয়। কারণ ভর্তি সমস্যা আছে। তাছাড়া ছাত্ররা কলেজকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার একটা উপায় হিসাবে গ্রহণ করে। পরীক্ষা এবং তার ফলের নমুনা তো আমাদের জানা আছেই। এ রকম প্রক্রিয়ায় পরীক্ষার খুব ভাল ফল আশা করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু এই অবস্থার জন্য কারা দায়ী সেটা দেখা দরকার।

শিক্ষকের পদ শূন্য রাখার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কলেজের শিক্ষক হবার মত উপযুক্ত শিক্ষিত মানুষের অস্তিত্ব আমাদের দেশে আছে বলেই আমরা জানি। আন্তরিকভাবে উদ্যোগ নেয়া হলে শিক্ষকের পদ শূন্য থাকার কথা নয়। তবে শোনা যায় সরকারী কলেজের এই সব শূন্যপদ শিক্ষকদের বেতন ভাতা নিয়ে এক ধরনের দুর্নীতি চালু আছে। শিক্ষকের পদ যত শূন্য থাকে দুর্নীতিপরায়ণরাও ততই লাভবান হন। লাভের হিসাব আর লোভের ছায়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাকেই নির্বাসন দেবার উপক্রম করেছে। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত ঔদাসীন্যও একটা কারণ। শিক্ষক নেই, কেউ গা করেন না। চলে যাচ্ছে। শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয় পক্ষের কাছে যেন শিক্ষা গৌণ হয়ে গেছে। ছাত্ররা কোন মতে একটা কলেজে ভর্তি হয়ে পরীক্ষা দেবার সুযোগ পেলেই বর্তে যায়। সার্টিফিকেটই সবার লক্ষ্য। প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া হয় কি হয় না তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই।

কিন্তু আমাদের শিক্ষার মানের ক্রমাবনতির প্রতিফলন ঘটছে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে। তাই এ বিষয়ে নিরুদ্বিগ্ন থাকা যায় না। এবং এই অবনতির কারণ হিসাবে শিক্ষকের অভাব বিশেষভাবে চিহ্নিত হতে পারে। সত্যি বলতে শুধু যে ঝিনাইদহের কেসি কলেজে শিক্ষকের অভাব এমন নয়। এমন আরো অনেক আছে। আমরা মনে করি এই শূন্য পদের বিষয় সম্পর্কে সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া দরকার। শিক্ষার স্বার্থে একাজ হওয়া দরকার বটে, কর্মসংস্থানের প্রয়োজনেও। পদগুলি পূর্ণ হলে কিছু সংখ্যক শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান হতে পারে। বদলি সংক্রান্ত জটিলতার কারণেও অনেক সময় পদ শূন্য থাকে। এ জটিলতা দূর করা উচিত।